হজ্বের আগ্রহ

15-June-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي

অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো কারণ তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামে কবীর, ৮২/৩)**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিরাশ না হওয়া হাজী:

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** একজন কামিল ওলী। খোদা প্রেমে মত্ত , নবী প্রেমে বিভোর, অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, তিনি বলেন: “**আল্লাহ পাক** আমাকে ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ হজ্ব করার সৌভাগ্য দান করেছেন। প্রতি বছরই আমি মক্কা শরীফ উপস্থিত হতাম এবং কাবা শরীফের তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম, প্রতিবছর আমি সেখানে একজন ব্যক্তিকে পবিত্র কাবার দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম, যখন সে তালবিয়া তথা “لبيك” বলতো তখন অদৃশ্য থেকে لا لبيك (অর্থাৎ তোমার লাব্বাইক বলা কবুল হয়নি)

আওয়াজ শুনা যেতো। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি চৌদ্দতম (১৪) বছরে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম: হে দরবেশ! তুমি বধির তো নও? তুমি কি لا لبيك এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছো না? সে অত্যন্ত প্রেমময় সুরে উত্তর দিলো: হে শায়েখ, আমি শপথ করে বলছি আমি যদি ১৪ বছরের পরিবর্তে ১৪ হাজার বছর আয়ু পাই আর প্রতিবছর একবারের পরিবর্তে দৈনিক এক হাজার বার লা লাব্বাইক বলা হয় তবুও আমি এই দরজা ছেড়ে কোথাও যাবো না। আমি এই দরজাতেই পড়ে থাকবো কখনো এই দরজা থেকে মাথা উঠাবো না।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা কথাবার্তায় মগ্ন ছিলাম এমন সময় আসমান হতে একটি কাগজ ঐ ব্যক্তির বুকে এসে পড়লো। সে কাগজটি আমার দিকে বাড়ালো, আমি পড়লাম, এতে লিখা ছিলো, "হে মালিক বিন দিনার! তুমি আমার বান্দাকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দিচ্ছো, তুমি ভাবছো আমি তার চৌদ্দ বছরের হজ্ব কবুল করিনি, এমন নয় বরং এই বছর আসা সকল হাজীর হজ্বও তার আর্তনাদের বরকতে কবুল হয়েছে। **(আশেকানে রাসূলদের ১৩০ ঘটনাবলী পৃষ্ঠা ৯৬)**

হে আশেকানে রাসূল, হজ্বের দিন অতি সন্নিকটে, হজ্বের সুসংবাদ প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা হজ্বের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, কাফেলা হেরেম শরীফের পানে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, (হজ্বের উদ্দেশ্যে) বিমান চলাচল শুরু হয়ে গেছে আর সৌভাগ্যবান নবী প্রেমিকরা দলে দলে পবিত্র হেরেমে আসতে শুরু করেছেন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এই পরম সৌভাগ্য দান করুক। আমরাও যেন ইহরাম পরিধান করি। পবিত্র হেরেমে উপস্থিত হতে পারি, কাবা শরীফের মনোমুগ্ধকর সুবাসিত পরিবেশে

নিঃশ্বাস নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি, কাবা শরীফের নূরানী দৃশ্যাবলী দেখে নিজের চক্ষুদ্বয় শীতল করতে পারি, কখনো মুলতাযিম (অর্থাৎ কাবার দরজা এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানের জায়গা) কে চুম্বন করবো, আবার কখনও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করবো, কখনো আবার মিযাবে রহমতের নিচে নফল নামাজ আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, মিনা আরাফাত মুযদালিফায় যাওয়া এবং লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের প্রতিধ্বনি লাগানো নসিব হবে।

আর আমিরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ **আল্লাহ পাকে**র মহান দরবারে দোয়া করেন,

বড়া হজ্ব পে আনে কো জী চাহতা হে
বুলাওয়া আব আয়েগা কব ইয়া ইলাহি
মে মক্কে মে আউঁ মদীনে মে আউঁ
বানা কোয়ী আয়সা সবব ইয়া ইলাহি

(ওয়াসাইলে বখশিষ,পৃঃ১০৭)

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হজ্ব এবং উমরা করার ও মদিনা মুনাওয়ারায় বার বার, বার বার, বার বার বা আদব হাযির হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করুক। হায় আমরাও যেন মক্কায় যাই, মদিনায় যাই, সেখান থেকে স্বদেশে ফিরে আসি আবার যাই আবার আসি আবার যাই... হায় এভাবেই অবশেষে মদিনায় দু গজ জমিন নসিব হয়ে যায়।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হজ্ব করার সৌভাগ্য কার অর্জন হয়?...

আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে ইরশাদ করেন:

وَاَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ
(পারা ১৭, সূরা হজ, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মানুষের মধ্যে হজ্বেও সাধারন ঘোষণা করে দাও।

মুফাসসিরগণ উপরোক্ত আয়াতের টিকায় বলেছেনঃ বর্তমানে যে স্থানে কাবা শরীফ স্থাপিত আছে পূর্বেও সেখানে ছিল, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতময় যুগে যখন ঝড় আসে, তখন কাবা শরীফকে তুলে নেওয়া হয়, অতঃপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতময় যুগে **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দিলেন: হে ইব্রাহিম! বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করুন, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন। হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام যিনি তার পুত্র, তিনি তাকে কাবা শরীফ নির্মাণে সহযোগিতা করেন, এভাবে পিতা-পুত্র উভয়ে কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। যখন কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল তখন **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দিলেন: হে ইব্রাহিম! এখন আপনি হজ্বের ঘোষণা দেন! হজ্বে আসার জন্য লোকদের আহ্বান জানান। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন, হে **আল্লাহ**! কতটুকু পর্যন্ত পৌঁছবে আমার কন্ঠস্বর...? মহান **আল্লাহ** বললেনঃ হে ইব্রাহিম! عليك الاذن وعلي البلاغ অর্থাৎ আপনার কাজ ঘোষণা করা আর আমার কাজ লোকদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। অতঃপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সাফা পাহাড়ে আসেন এবং একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী জাবালে আবু কুবাইসে আসেন এবং সর্বপ্রম তালবিয়্যাহ (অর্াৎ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা

লাব্বাইক) পাঠ করেন। বর্ণিত আছে , হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম তালবিয়া পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তালবিয়া পাঠের পর হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام লোকদের আহ্বান জানান, یا ایها الناسُ হে লোক সকল! ان اللهَ كَتَبَ عَلَيۡكُمۡ حَجَّ الۡبَيۡتِ الۡعَتِيۡقِ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর এই স্বাধীন ঘর তথা কাবা শরীফের হজ্ব ফরয করেছেন। একটি বর্ণনায় রয়েছে : তিনি عَلَيۡهِ السَّلَام এভাবে ঘোষণা করেছেন: ان اللهَ يَدۡعُوكُمۡ إِلَى حَجِّ الۡبَيۡتِ الۡحَرَامِ হে লোক সকল! নিশ্চয়ই **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্বের দিকে আহবান জানাচ্ছেন, لِيُثِيۡبَكُمۡ بِهِ الۡجَنَّةَ যেন হজ্বের বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাত দান করেন وَيُخۡرِجَكُمۡ مِنَ النَّارِ এবং হজ্বের বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام বাহ্যিক জীবদ্দশায় যখন কাবা শরীফ নির্মাণ করেন তখন তিনি এ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু এটা **আল্লাহ পাকে**র কুদরত এবং হযরত ইব্রাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام এর অলৌকিক মুজিযা যে, তাঁর কন্ঠস্বর কিয়ামত পর্যন্ত আগত লোকেরা শুনেছিল এবং যারা ভাগ্যবান তারা এই আহ্বানে লাব্বাইক বলেছিল।

(তাফসীরে কবীর পারা: ১৭ সূরা: হজ, আয়াত: ২৭ , ২১৯/৮)

হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যারা তখন লাব্বাইক বলেছিল তারাই জীবনে হজ্বের পরম সৌভাগ্য লাভ করে। যে একবার লাব্বাইক বলেছিল সে একবার হজ্ব করবে , যে দু'বার লাব্বাইক বলেছিল সে দু'বার হজ্ব করবে এবং যে বেশি লাব্বাইক বলেছে সে অধিকহারে হজ্বের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে। **(তাফসীরে কবীর পারা: ১৭ সূরা: হজ, আয়াত: ২৭ , ২২০/৮)**

সুবহানাল্লাহ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেল, আজ যারা হজ্বের সৌভাগ্য লাভ করে, অর্থ ব্যয় করে, সফরের কষ্ট সহ্য করে, কাবা তাওয়াফের সৌভাগ্য লাভ করে, মিনায় ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে, মুজদালিফায় অবস্থান করে, সাফা মারওয়ায় ছুটাছুটি করে, এবং কষ্ট সহ্য করে, তারা ঢ়ৎধপঃরপধষষু এই বিষয়টি প্রকাশ করছে যে, আমরাও সেই ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام এর আহ্বানে লাব্বাইক বলেছিলো।

হজ্ব কার উপর ফরয...?

হে আশেকানে রাসূল, প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর হজ্ব ফরজ। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেনঃ

وَلِلّٰہِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الۡبَیۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহর**ই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্ব করা(ফরজ) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে।

জানা গেল, যে ব্যক্তি কাবা শরীফ পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তার উপর হজ্ব ফরয। **সায়্যিদে আ'লম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামর্থ্যের ব্যাখ্যা “পাথেয়” ও “সাওয়ারি” দ্বারা করেছেন। সাওয়ারি মানে বাহন, পাথেয় মানে সফরের যাবতীয় খরচ। উলামায়ে কেরাম বলেন, যার নিকট এতটুকু পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, ঘর থেকে বের হয়ে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, সেখানে অবস্থানের যাবতীয় খরচপাতি, সেখান থেকে ফেরার খরচপাতি, আর যতদিন হজ্বে ব্যয় হবে ততদিনের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে, পথের নিরাপত্তাও থাকে তাহলে তার উপর হজ ফরয। **(খাযায়িনুল ইরফান পারা: ৪ সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭, পৃষ্ঠা ১২৬)**

মনে রাখবেন, হজ্ব ফরয হওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ হজ্ব করা ফরয, অর্থাৎ এতে তালবাহানা করা যে আগামী বছর যাব, মেয়েদের বিয়ে দেয়ার পর হজ্বে যাব, এখন কিছু বাণিজ্যিক বিষয়াদিতে আটকে আছি এগুলো সেরে তারপর হজ্বে যাব । আমি এটি সম্পূর্ণ করে নেই তারপর যাব, এই পদ্ধতি একেবারেই সঠিক নয়।

উলামায়ে কেরাম বলেনঃ যদি কারো উপর হজ্ব ফরয হয়ে যায়, কিন্তু সে হজ্বে না যায়, তালবাহানা করে, দেরী করতে থাকে, এ বছর নয় আগামী বছর যাব, এর পরের বছর যাব, এখনও অনেক জীবন বাকি পরে যাব, এভাবে করতে রইল অতঃপর সে গরীব হয়ে গেল তারপরও তার উপর হজ্ব ফরয থাকবে। এমতাবস্থায় তাকে ঋণ নিয়ে হজ্বে যাওয়া আবশ্যক, **আল্লাহ পাক** তার ঋণের ব্যবস্থা করে দিবেন।

(ওয়াকারুল ফতোওয়া, খন্ড ২ পৃষ্টা ৪৪২)

ফরজ হজ্ব না করার শাস্তি বার্তা:

হে আশেকানে রাসূল! যে ব্যক্তি হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব করে না, হজ্বের প্রস্তুতি নেয় না সে মহা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল-মুর্তাজা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **আল্লাহ**র **সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী, মাক্কী মাদানী মুহাম্মাদে আরাবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে বান্দা বাহন ও পাথেয় এর মালিক হয় যার মাধ্যমে সে মক্কায় পৌঁছাতে পারে, এতদসত্ত্বেও যদি সে হজ্ব না করে তাহলে সে ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক।

(তিরমিযি, কিতাবুল হজ্ব, পৃষ্টা ২২৩ হাদিস:৮১২)

আল্লাহু আকবার! **হে আশেকানে রাসূল!** ভেবে দেখুন, কত কঠোর শাস্তি বার্তা। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন رحمة العلمين (অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য রহমত), মানুষের ঈমান গ্রহণ করা তার অত্যন্ত প্রিয়। যখন অমুসলিম কাফেররা কালেমা পড়তো না , কোরআনের আয়াতের উপর ঈমান আনতো না তখন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন। **রহমতে আলম নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি অমুসলিমদের কালেমা না পড়ায় চিন্তিত হতেন, তিনি একজন মুসলমানের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও যদি সে হজ্ব না করে তবে সে ইহুদি হয়ে মারা যাক অথবা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক । হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন: এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি হজ্ব পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ যে হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব করে না) তার মৃত্যু এবং এবং ইহুদী খ্রিস্টানের মৃত্যুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, হজ্ব বর্জনকারীর উপরও **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপরও **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট। তবে হ্যাঁ উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যে ফরয হজ্ব আদায় করে না এবং হজ্বের ফরযকেও অস্বীকার করে , তাহলে সে বান্দা কাফের হয়ে যাবে এবং তার কুফর ও আহলে কিতাবের কুফরের মধ্যে কোনো পাৰ্থক্য থাকবে না। **(মিরআতুল-মানাজিহ খন্ড:৪ পৃষ্টা:৯৪)**

হজ্বের প্রেমময় সফরঃ

হে আশেকানে রাসূল! হজ্ব করা একটি মহা সৌভাগ্য। যার উপর হজ্ব করা ফরয সে তো হজ্বে যাবেই যাবে, আর যে ফরয হজ্ব আদায় করে নিয়েছে, যদি **আল্লাহ পাক** তাকে সামর্থ্য দেন এবং ধন সম্পদ দান করেন,

তবে তার উচিত নফল হজ্বে যাওয়া। সম্ভব হলে প্রতি বছর যাওয়া, বার বার যাওয়া, **আল্লাহ পাক** যাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন, তারা যেন হজ্বের মৌসুমের অপেক্ষা না করে উমরাহ করতে যায় । কারণ পবিত্র হারামের পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়াও কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। মনে রাখবেন! দ্বীনের ভিত্তি **আল্লাহ** ও রসূলের প্রেমের উপর রাখা হয়েছে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: اَلَا لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهٗ শোনো, যার অন্তরে হক্বের ভালোবাসার প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় না তার ঈমান নেই। দ্বীনের ভিত্তি **আল্লাহ** ও রসূলের প্রেমের উপর রাখা হয়েছে। আর হজ্ব আপাদমস্তক প্রেমময় সফর।

একজন মানুষ হজ্বে যায় তখন সে সেলাই বিহীন কাপড় (অর্থাৎ ইহরাম) পরে। কাবা শরীফের চারদিকে ঘুরপাক খায় , সাফা মারওয়ার মাঝে ছোটাছুটি করে, মিনায় গিয়ে কোরবানি করে, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে , মুজদালিফায় অবস্থান করে, জামরাতের স্থানে শয়তানকে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে, এগুলো বোধগম্যময় বিষয় নয়, শুধু ভালোবাসাই এগুলো অনুধাবন করতে পারে, অতএব হজ্ব প্রথম থেকেই শেষ পর্যন্ত প্রেম-ভালোবাসার যাত্রা , সেখানে সে যায়, তার আকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যতীত করে, যার হৃদয়ে **আল্লাহ** ও রাসূলের প্রেমের প্রদীপ জ্বলে বরং যারা প্রেম-ভালোবাসার ধন-সম্পদে ধন্য , তারা মাথার উপর ভর করে সেখানে যাওয়াকে মূল্যবান মনে করে।

বিকালাঙ্গ হাজ্বির ঈমান দীপ্তিময় ঘটনা:

হযরত সায়্যিদুনা শফিক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি মক্কায়ে মুকাররমায় হজ্বের জন্য যাচ্ছিলাম, রাস্তায় এক বিকলাঙ্গ হাজীকে দেখলাম

যে চলাফেরায় অপারগ ছিল, হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মক্কা শরীফের দিকে চলছিলো , আমি অত্যন্ত হতভম্ব হলাম যে, সে কেমন অদ্ভুত ব্যক্তি যে চলতে অক্ষম তারপরও কত উচ্চাকাঙ্খা এবং ভালোবাসার টানে মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আমি তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম: ভাই "তুমি কোথা থেকে এসেছো ? সে বললো: " আমি সমরকন্দ থেকে এসেছি। (সমরকন্দ হলো আয বিকিস্তানের একটি বিভাগ এবং বর্তমান ম্যাপ অনুযায়ী সমরকন্দ থেকে মক্কা শরীফের দূরত্ব প্রায় ৪ হাজার ৪১৭ কিলোমিটার) এত দীর্ঘ সফর আর সে ব্যক্তি চলতে অক্ষম তবুও হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিলো। হযরত সায়্যিদুনা শফিক বলখী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি হতভম্ব হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম: "কতদিন হলো সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হয়েছো? উত্তরে বললো "দশ বছর হয়ে গেছে। এখন তো আশ্চর্যের সীমা রইল না, হযরত শফিক বলখী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হতভম্ব হয়ে অবাক দৃষ্টিতে সেই সৌভাগ্যবান আশেকে রাসূলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।সে জিজ্ঞাসা করলো, হে শফিক তুমি কী দেখছো ? আমি বললাম: "তোমার দুর্বলতা আর সুদীর্ঘ সফর আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। তখন সেই সৌভাগ্যবান আশেকে রাসূল অনেক সুন্দর উত্তর দিল: "হে শফিক! সফরের দুরত্বকে আমার ভালোবাসা নিকটবর্তী করে দিয়েছে আর রইল আমার দুর্বলতার ব্যাপার, আমার দুর্বলতার সহায়ক আমার মালিক ও মাওলা। **(আশেকানে রাসূলের ১৩০ ঘটনা পৃষ্ঠা ১২৪)**

সুবহানাল্লাহ! **হে আশেকানে রাসূল**! আপনারা দেখলেন তো , বিকলাঙ্গ হাজির আবেগ কেমন চমৎকার ছিল, বিকলাঙ্গ (অর্থাৎ চলতে অক্ষম) হয়েও তিনি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে কাবা শরীফ জিয়ারত করতে

যাচ্ছেন, দীর্ঘ ১০ বছর যাবত মক্কার দিকে অগ্রসর ছিলেন, তার আবেগ এবং সাহসিকতার প্রতি লাখো সালাম। শত হাজার মারহাবা তার আবেগ ও আকাঙ্খার প্রতি। এই ঘটনাটি আমাদের জন্যেও একটি বড় শিক্ষা, সেই সব নির্বোধ মুসলমান যারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও, ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সামথ্যর্ থাকা সত্ত্বেও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করে না। বিকলাঙ্গ হাজী হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিলেন , বাড়ি থেকে বের হয়েছে ১০ বছর হয়ে গেল এখনও সফরেই আছেন। আর এদিকে নির্বোধ মুসলমান মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যও সাহসও করে না। আহ...! আফসোস! হায় আমাদের যেন হজ্বের আকাঙ্খা নসিব হয়ে যায় , হায়! আমাদের অন্তরে যেন **আল্লাহ** ও রসূলের প্রেমের প্রদীপ এভাবে প্রজ্বলিত হয় যে, আমরা সবকিছু ছেড়ে **আল্লাহ** ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে হজ্ব ফরয হলে হজ্ব করতে যাই , যদি হজ্ব ফরয না হয় আর **আল্লাহ পাক** নফল হজ্বের সামর্থ্য দিয়ে থাকেন তাহলে বারবার যাই।

আল্লাহ পাক সেই বিকলাঙ্গ হাজির উসিলায় আমাদেরকে হজের আগ্রহ দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আসুন! হজ্বের আগ্রহ বাড়াতে হজ্বের ফজিলত শুনুন:

হজের ফজিলত সংক্রান্ত ৩টি হাদিস শরীফ:

(১): হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কাবা শরিফের হজ্ব করবে, আর সে সময় অশ্লীল কথা না বলে, কোন গুনাহের কাজও না করে তবে رَجَعَ کَیَوْمٍ وَلَدَتْہُ اُمُّہ সে এমনভাবে ফিরবে যেদিন তার মা

তাকে জন্ম দিয়েছিল। **(বুখারী কিতাবুল হজ্ব, পৃষ্ঠা ৪২৩ হাদিস:১৫২১)** (২) বুখারী শরীফের হাদিসে রয়েছে, اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا এক উমরা দ্বিতীয় উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফফারা, اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ আর মকবুল হজ্বের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। **(বুখারী কিতাবুল উমরা, পৃষ্ঠা ৪৭৫ হাদিস:১৭৭৩)** (৩) মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে, **রহমতের নবী, উম্মতের শাফায়াতকারী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, اِنَّ الْحَجِّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ নিশ্চয়ই হজ্ব পূর্বের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়।

(মুসলিম কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৬৩ হাদিস:১২১)

হজ্বের পরও বান্দাদের হক আদায় করা আবশ্যক:

হে আশেকানে রাসূল! জানা গেল, ঈমান ও নেক আমল গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম। উলামায়ে কেরাম বলেনঃ উমরাহ করলে ছোট গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং মকবুল হজ্বে কবীরাহ গুনাহ ক্ষমা হওয়ার দৃঢ় আশা করা যায়।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, হজ্বের বরকতে গুনাহ মুছে যায়, কিন্তু বান্দার হক থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, যেমন কেউ ঋণ নিয়েছিল, ঋণ পরিশোধে দেরি করেছিল, তাহলে তার এই বিলম্ব করার গুনাহ হজ্ব করার মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে যাবে , কিন্তু যে টাকা কর্জ নেয়া হয়েছে , তা ফেরত দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাজী ৪০০ মানুষের সুপারিশ করবে:

হযরত আবু মূসা আল-আশআরী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একজন হাজী তার পরিবার পরিজনের মধ্যে ৪০০ জনের জন্য সুপারিশ করবে। এবং হাজী গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। **(মুসনাদে বাযযার, খন্ড ৮ পৃষ্টা ১৭০ হাদিস:৩১৯৬)**

হাজীর জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

হযরত আবু যর গিফারি رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রহমতের রাসূল, উম্মতের সুপারিশকারী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, **আল্লাহ**র নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র নিকট আরয করেন, হে **আল্লাহ পাক** যে সব বান্দা তোমার ঘরে অর্থাৎ কাবা শরীফ জিয়ারত করতে আসে তাদের প্রতিদান কি ? মহান **আল্লাহ পাক** বললেনঃ হে দাউদ! নিঃসন্দেহে যারা আমার কাবার হজ্ব করে, আমার দয়ার দায়িত্বে আবশ্যক যে, আমি তাদেরকে ইহকালে ক্ষমা করি এবং (কেয়ামতের দিন) যখন তারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে , তখন আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব ।

(মু'জামে আওসাত, খন্ড:৪ পৃষ্টা ২৯৭ হাদিস:৬০৩৭)

রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যখন আরাফার দিন আসে, তখন **আল্লাহ পাক** ফেরেশতাদের সামনে গর্ববোধ করে বলেন, হে ফেরেশতা! আমার বান্দাদের দেখ, তারা নোংড়া অবস্থায়, এলোমেলো চুল নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে এসেছো। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবেন হে **আল্লাহ পাক** তাদের মধ্যে পাপীও আছে , তখন **আল্লাহ পাক** বলেনঃ আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি। **(কানযুল উম্মাল, অধ্যায় ৫ খন্ড, ৩ পৃষ্টা ১২০৯৮)**

হজ্ব দূর্বলদের জিহাদ:

শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত , একবার এক ব্যক্তি **আল্লাহ**র **সর্বশেষ নবী রাসূলে হাশেমী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো , **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমি অতিশয় দুর্বল তাই জিহাদে যেতে পারবো না , **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ ھَلم إِلی جِهَادٍ لَا شَوْکَةَ فِیهِ الْحَجِّ তুমি সেই জিহাদের দিকে যাও! যার মধ্যে কাঁটার আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ হজ্ব আদায় কর।

(মু'জামে আওসাত, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯০ হাদিস:৪২৮৭)

মাবরুর হজ্বের ফজিলত:

রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, حَجَةٌ مَبْرُ رَةٌ خَیْرٌ مِّنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیھا হজ্ব মাবরুর অর্থাৎ মকবুল হজ্ব দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। وحجة مبورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَزَاء إِلَّا الْجِنَّة, এবং মকবুল হজ্বের প্রতিদান শুধুমাত্র জান্নাত। **(ইহইয়ায়ে উলুমু দ্বীন, খন্ড ১, পৃষ্টা ৩১৭)**

মাবরুর হজ্ব কাকে বলে ?

মাবরুর হজ্ব বলতে সেই হজ্বকে বোঝায় যেটিতে গুনাহ পরিহার করা হয়, অথবা যে হজ্বে লৌকিকতা ও যশ খ্যাতি পরিহার করে, অথবা যে হজ্বের পরে হাজী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, এমন কোনো কাজ করে না যা হজ্বকে নষ্ট করে দেয়। **(মিরআতুল-মানাজিহ, খন্ড ৫, পৃষ্টা ৭২৭)**

হজ্বের সফরে মারা যাওয়ার ফজিলত:

প্রিয় নবী মাক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করতে বের হয়ে মারা গেল, তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত হজ্বকারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরাহ করার জন্য বের হয়ে মারা গেল তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত উমরাহ কারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। **(মুসনাদে আবি ইয়ালা খন্ড: ৫, পৃষ্টা ৪৪ হাদিস:৬৩৫০)**

দৈনিক ১২০ টি রহমত অবতীর্ণ হয়:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** হাজীদের উপর দৈনিক ১২০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তন্মধ্যে ৬টি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্য , ৪০টি রহমত কাবা শরীফের নিকট নামায আদায় কারীদের জন্য এবং ২০টি রহমত কাবা যিয়ারতকারীদের জন্য।

(শুয়াবুল ঈমান, খন্ড ৩, পৃষ্টা ৪৫৫ হাদিস:৪০৫১)

শয়তান অপদস্ত ও অপমানিত হয়:

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শয়তান সবচেয়ে লাঞ্ছিত , সবচেয়ে অপমানিত এবং সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হয় শুধুমাত্র আরাফার দিন, কারণ আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারীদের উপর **আল্লাহ পাকে**র রহমত মুষলধারে বর্ষিত হয় এবং **আল্লাহ পাক** তাদের বড় বড় গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল হজ্ব, অধ্যায় ৫, খন্ড ৩ পৃষ্টা ২৯ হাদিস:১২১০১)**

হাজীর কাছে ক্ষমার দোয়া করান!

একটি হাদিসে রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং হাজীদের জন্য দোয়া করেছেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ হে **আল্লাহ** হাজীদের ক্ষমা করুন, وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجّ এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকেও ক্ষমা করুন। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুল মানাসিক, খন্ড ২ পৃষ্টা ৮৪ হাদিস:১৬৫৪)** একটি বর্ণনায় রয়েছে: اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ، وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ হাজী এবং উমরা পালনকারীরা **আল্লাহ পাকের** প্রতিনিধি, তারা যদি **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করে **আল্লাহ** কবুল করেন। وانِ اسْتَغْفِرُوا غَفَرَ لَهُمْ, আর তারা যদি **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে **আল্লাহ পাক** তাদের ক্ষমা করে দেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, পৃষ্টা ৪৬৯ হাদিস:২৮৯২)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তুমি কোনো হাজীর সঙ্গে দেখা করবে, তখন তাকে সালাম নিবেদন করো , করমর্দন করো, এবং সে বাড়িতে পৌঁছানোর আগে তার মাধ্যমে (নিজের জন্য) ক্ষমার দোয়া করাও , নিশ্চয় সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। **(জামে সগীর, পৃষ্টা ৫৮, হাদিস:৮৪৭)**

নিজেই প্রশ্ন করেছেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন:

ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণিত আছে , একবার এক আনসারী সাহাবী **প্রিয় নবী মাক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কিছু প্রশ্ন করার জন্য উপস্থিত হলেন , **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, তুমি চাইলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো এবং তুমি চাইলে আমিই তোমার প্রশ্নগুলি বলবো এবং আমিই সেগুলোর উত্তর দেব। সাহাবী বললেনঃ **ইয়া**

রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনিই বলুন আমি কি জিজ্ঞেস করতে এসেছি। **নবীয়ে করীম, রাউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেনঃ তুমি জিজ্ঞেস করতে এসেছো , একজন হাজী যখন তার ঘর থেকে বের হয় তখন তার জন্য সাওয়াব কী ? আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করলে তার সাওয়াব কী? যখন সে জামারাতে রমি করে (অর্থাৎ শয়তানকে পাথর ছুড়ে মারে) তখন তার জন্য কী সাওয়াব ? যখন সে তার মাথা মু-ন করে তখন তার জন্য কী সাওয়াব? যখন হাজী সর্বশেষ তাওয়াফ সম্পন্ন করে তখন তার জন্য কী সাওয়াব? আনসারি সাহাবী বললেনঃ যিনি আপনাকে একজন সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তার শপথ , নিশ্চয় আপনি সঠিকভাবে সব প্রশ্ন বলেছেন , এখন আমাকে সেগুলোর উত্তর দিন। **রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, যখন একজন হাজী তার বাড়ি থেকে বের হয়, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে তার জন্য একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়, যখন সে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে, তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর মহিমা অনুযায়ী তাজাল্লী বর্ষণ করেন এবং বলেন , হে ফেরেশতাগণ তোমরা সাক্ষী থেকো আমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি যদিও তা বৃষ্টির ফোঁটা ও বালির কণার সমপরিমাণ হোক না কেন।

আল্লাহর রাসূল, নূর নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরও ইরশাদ করেনঃ হাজী যখন জামরাতে রমি করে (অর্থাৎ শয়তানদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে) তখন কেয়ামত পর্যন্ত কেউ তার প্রতিদান জানতে পারে না, যখন সে মাথা মুন্ডন করে তখন তার মাথা থেকে মুন্ডনকৃত প্রতিটি চুলের বিনিময়ে কেয়ামতের দিন নূর হবে এবং হাজী যখন কাবা শরীফের শেষ তাওয়াফ

সম্পন্ন করে, তখন সে গুনাহ থেকে এতটাই পবিত্র হয়ে যায় যেমন সেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। **(সহীহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুল সালাত, পৃষ্টা ৫৮৬ হাদিস:১৮৮৭)**

সুবহানাল্লাহ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা**! একটু ভাবুন! হজ্ব করার কত মহান ফজিলত , একজন হাজী যখন তার ঘর থেকে বের হয়, তখন প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় , একটি গুনাহ মুছে ফেলা হয়, আরাফাতের ময়দানে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, হাজী যখন শয়তান কে পাথর নিক্ষেপ করে তখন তাকে অগণিত প্রতিদান দেয়া হয়, হাজী তার চুল মুন্ডন করে , তখন প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তাকে কেয়ামতের দিন একটি করে নূর দেওয়া হবে। যখন একজন হাজী **আল্লাহ**র ঘরের শেষ তাওয়াফ করে, তখন সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়। তাওয়াফ করলে সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। মকবুল হজ্বের পুরস্কার জান্নাত। হজ্ব অতীতের গুনাহ মুছে দেয়। হাজী তার পরিবার পরিজন হতে ৪০০ জনের সুপারিশ করবে। হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। হাজী **আল্লাহ পাকে**র মেহমান। হাজীর দোয়া কবুল হয়। হাজীর দরিদ্রতা মোচন করা হয়। যে হাজী হজ্বের সফরে মৃত্যুবরণ করে কিয়ামতের দিন সে তার কবর থেকে উচ্চস্বরে তালবিয়া (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক) পড়তে পড়তে উঠবে। হাজী হজ্বের সফরকালে এক টাকা খরচ করার বিনিময়ে ১০ লাখ টাকা খরচ করার সওয়াব পায়। হাজী কাবার তাওয়াফের সৌভাগ্য অর্জন করলে তার উপর ৬০টি রহমত অবতীর্ণ হয়।হাজী মসজিদে হারামে (যেখানে কাবা শরীফ স্থাপিত সেই মসজিদে) নামায আদায় করলে ৪০টি রহমত অর্জিত হয়। হাজী মসজিদে হারামে পৌঁছে শুধুমাত্র কাবা শরীফ জিয়ারত করলে তার উপর ২০টি

রহমত অবতীর্ণ হয়। সুবহানাল্লাহ! কতইনা মহান এই ফজিলতগুলো। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে হজ্বের আগ্রহী বানিয়ে দিক , হায়...আমরাও যেন হজ্বের সৌভাগ্য লাভ করি। মনে রাখবেন! হজ্ব করতে টাকার প্রয়োজন হয় না বরং সত্যিকার আগ্রহের প্রয়োজন। **আল্লাহ পাকে**র নিকট প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা এবং সত্যিকারের ব্যাকুলতা দেখা হয়, যদি ব্যাকুলতা সত্য হয়, আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়,আগ্রহ খাঁটি হয় তবে **আল্লাহ পাকে**র রহমত অবশ্যই অর্জিত হয় , অবশ্যই কৃপাদৃষ্টি হয় এবং বান্দা হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করে।

ভারত থেকে হঠাৎ কাবার সামনে:

ভারতের একটি ঘটনা : একদা হজ্বের মৌসমে ৯ই যিলহজ্ব (অর্থাৎ আরাফাতের দিনে) এক বৃদ্ধ লোক যিনি ঘাস কাটতেন । তিনি তার শস্যক্ষেতে কাজ করছিলেন, হঠাৎ তার অন্তরে হজ্বের ইচ্ছা জাগলো , ভাবতে লাগলেন, আজ আরাফাতের দিন, হাজীরা আরাফাতের ময়দানে সমবেত হবেন এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়া ও মিনতি করবেন । এই কথাগুলো স্মরণে আসতেই বৃদ্ধ লোকটি বেদনার এক আফসোসের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন: “আহ! আমিও যদি হজ্ব করতে পারতাম!

হযরত শায়খ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাশেই বসা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ লোকটির আবেগভরা মনের বেদনার কথাগুলো শুনে তাকে কাছে ডাকলেন, বৃদ্ধটি হযরত শায়খ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে এলেন, হযরত শায়খ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখে নয় বরং হাতে ইশারা করে বললেন: “যান। ব্যস এতটুকু ইশারা করার সাথে সাথেই সেই বৃদ্ধ লোকটি যিনি

একটু আগেও ভারতে ছিলেন, তিনি নিজেকে মসজিদে হারামের একেবারে কাবা শরীফের সামনে পেলেন!

আল্লাহু আকবার! সেই বৃদ্ধ লোকটির তো ঈদ হয়ে গেল, হজ্বেও আগ্রহ ছিল হজ্বের বাসনা ছিল, তিনি উৎফুল্লতার সহিত কাবার তাওয়াফ করলেন, আরাফাতের ময়দানে গেলেন এবং অপরাপর হজ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করলেন। যখন হজ্বের মৌসুম শেষ হয়ে গেলো তখন বৃদ্ধটি মনে মনে ভাবলেন: “আমার কাছে তো দেশে ফেরার কোন অর্থ নেই, আমি তো **আল্লাহ পাকে**র ওলীর কারামতে এখানে এসেছি । এই কথা মনে আসার সাথে সাথেই বৃদ্ধ লোকটি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কে তার সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধটিকে পূণরায় ইশারা করে বললেন: “যান। তারপর কী হলো, যে বৃদ্ধ লোকটি এখন মসজিদে হারাম শরীফে ছিলেন তিনি পলকেই ভারতে নিজের ঘরেই অবস্থান করছিলেন।

(আশেকানে রাসূলের ১৩০ টি ঘটনা,পৃঃ ৭৯)

কিউ কারনা মেরে কাম গাইব সে হাসান
বান্দাহ ভি হুঁ তো কেইছে বড়ে কার সায কা

(জাওকে নাত,পৃঃ১৪)

হে আশেকানে রাসুল! এমনও হতে পারে, কারো অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে যে, এটা কিভাবে সম্ভব ? ভারতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি মুহুর্তের মধ্যে চার হাজার কিলোমিটার দূরের মক্কায় পৌঁছে গেছে , এই কুমন্ত্রণার প্রতিকার হলো, এটা **আল্লাহ**র ওলীর কারামত এবং **আল্লাহ পাক** তাঁর মনোনীত বান্দা , আউলিয়ায়ে কেরামদেরকে কারামত দ্বারা ধন্য করেন। আর ভারত থেকে মুহুর্তের মধ্যে মক্কায় পৌঁছে যাওয়ার যে

কারামত তাকে 'জমি সংকীর্ণ' বলা হয়, (অর্থাৎ জমিন সংকীর্ণ করে দেয়া, দূরত্ব সংকীর্ণ করে দেয়া) আর জমি সংকীর্ণতার প্রমাণও পবিত্র কোরআনে রয়েছে। জী হ্যাঁ ! হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام এর একজন উম্মত হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও **আল্লাহ পাকে**র একজন কামিল ওলী ছিলেন। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবার সাজানো ছিল।হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন, কে আছো যে আমার কাছে রাণী বিলকিসের সিংহাসন আনতে পারবে ? হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, اَنَا اٰتِيۡكَ بِهٖ قَبۡلَ اَنۡ يَّرۡتَدَّ اِلَيۡكَ طَرۡفُكَ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটি পলক ফেলার পূর্বেই।

(পারা ১৯ সূরা নামল, আয়াত:৪০)

অর্থাৎ হে **আল্লাহ**র নবী عَلَيْهِ السَّلَام আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বে রানী বিলকিসের সিংহাসন আপনার নিকট উপস্থিত করবো। سُبۡحٰنَ الله

অতঃপর এমনই ঘটল, রাণী বিলকিসের সিংহাসন ইয়েমেন দেশে ৭টি কক্ষের ভেতর তালাবদ্ধ ছিল।হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকে**র প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারামত প্রকাশার্থে চোখের পলকে রাণী বিলকিসের সিংহাসন ইয়েমেন দেশ হতে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট উপস্থিত করে দিলেন। জানা গেল, **আল্লাহ পাকে**র ওলীদের জন্য জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায় , দূরত্ব কমে যায় , তাই এ ব্যাপারে কুমন্ত্রণা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে গ্রহণকারী বিবেক দান করুক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বপ্রেমীর কাজ হয়ে গেল!

ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন আশেকে রসূল ছিলেন, তার হজ্বে যাওয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল, দীর্ঘ ৩ বছর যাবত তিনি হজ্বের জন্য দোয়া করতে থাকেন, **আল্লাহ**র দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে থাকেন, অনবরত ৩ বছর যাবত দোয়া করতে থাকেন কিন্তু তার মনের আকাক্সক্ষা পূরণ হলো না। চতুর্থ বছর হজ্বের মৌসুম ছিল , অন্তরে হারামাইন শরীফাইনে যাওয়ার এবং কাবা যিয়ারত করার প্রবল আগ্রহ বেড়ে গেল, তিনি ব্যকুলতা সহকারে **আল্লাহ পাকে**র কাছে প্রার্থনা করলেন , এবার তার উপর দয়ার দ্বার খুলে গেল , সুতরাং এক রাতে যখন তিনি ঘুমালেন, তখন তার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল। কপালের চোখ বন্ধ হল অপরদিকে হৃদয়ের চোখ খুলে গেল, বাসনা পূরণ কারী নবী একজন আশেকে রাসূলের হৃদয়ের আকাক্সক্ষা পূরণ করতে স্বপ্নে তাশরিফ নিয়ে এলেন, **রাসূলে রহমত শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সেই প্রেমিককে বললেন তুমি এই বছর হজ্বে চলে যেও, اَللّٰهُ اَكْبَرُ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে হজ্বের অনুমতির সুসংবাদ শোনা মাত্রই চোখ খুলে গেল সেই নবী প্রেমিকের। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে হজ্বের অনুমতি এসে গিয়েছে , তাঁর হৃদয়ে ছিল আনন্দের জোয়ার , **সরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধুময় কণ্ঠ তাঁর কানে ভেসে উঠছিল , তিনি ছিলেন অত্যন্ত খুশি কিন্তু হঠাৎ মনে পড় গেল হজ্বের অনুমতি তো পেয়ে গেছি কিন্তু আমার কাছে হজ্বে যাওয়ার পর্যাপ্ত কোন উপায় নেই নেই। এই কথাটি মনে করতেই তার সমস্ত খুশি দুঃখে পরিণত হয়ে গেল, দ্বিতীয় রাতে আবার **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন এবং বললেন তুমি এ বছর হজ্বে চলে যেও।

সেই নবী প্রেমিক তার সম্বলহীনতার কথা এবারও উল্লেখ করতে পারলেন না । তৃতীয় রাতে আবারও দয়া হলো, আবার **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে আসেন এবং বলেন: এ বছর তুমি হজ্বে চলে যেও। এবারও তিনি তার পেরেশানির কথা বলতে পারেননি, এরপর চতুর্থ রাত আবার দয়া হলো, **রাসুলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার স্বপ্নে তাশরিফ নিয়ে এলেন তখন তিনি বলে দিলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাছে কোন পাথেয় নেই আমি কিভাবে হজ্বে যাব?

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেনঃ কেন নয়? তোমার কাছে তো পাথেয় আছে , তুমি তোমার ঘরের অমুক অমুক জায়গা খনন করো। সেখানে তোমার দাদার বর্ম থাকবে। এ কথা বলে **সকল নবীর সর্দার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চলে গেলেন। সকালে আশিক রাসূলের চোখ খুললেন তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন। ফজরের নামায আদায় করার পর তিনি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কর্তৃক নির্দেশিত স্থান খনন করতে লাগলেন। সত্যিই সেখানে একটি মূল্যবান বর্ম ছিল। তিনি সেই বর্ম বিক্রি করে হজ্বে চলে গেলেন। **(উয়ূনুল হিকায়াত, খন্ড:২ পৃষ্টা:২২৩)**

হে আশেকানে রাসূল! জানা গেল! হজ্বের জন্য সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয় না, ধ্যান ও ব্যাকুলতার প্রয়োজন হয় , তাই আমাদের হৃদয়ে হজ্বের আগ্রহ বৃদ্ধি করা উচিত , হজ্বের ফজিলত পড়ুন اِنْ شَآءَ الله হৃদয়ে হজ্বের আগ্রহ জন্মাবে, হায় আমরা যেন এই অভ্যাস গড়ে তুলি যে, রাতের কোনো এক সময় নির্জনে বসে কখনো কাবা শরীফের কল্পনা, কখনো মিনা শরীফের কল্পনা, কখনো কল্পনায় আরাফাতের

ময়দানে পৌঁছি , কখনো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের ধ্বনি লাগাই , সাফা মারওয়ার সাঈ করি, অতঃপর নিজের বঞ্চনার কথা কল্পনা করে **আল্লাহ** করীমের দরবারে দোয়া করুন: ইয়া **আল্লাহ**! আমাকে হজ্বের সৌভাগ্য দান করুন اِنْ شَآءَ الله হজ্বের আগ্রহ জাগবে , চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে , তখন মহান **আল্লাহ**র রহমতে আশা করা যায় যে, দয়া হবে, অন্তরে হজ্বের আগ্রহ বাড়বে এবং **আল্লাহ পাক** চাইলে হজ্বের ব্যবস্থা ও হয়ে যাবে।

শায়খে তরিক্বত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর তিনটি চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে: আশেকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, রফিকুল-হারামাইন ও রফিকুল-মু'তামারীন এই গ্রন্থগুলো পড়ুন, হৃদয়ে হজ্বের আগ্রহ বৃদ্ধি করার অন্যতম উপায়। নিজের পিতা-মাতা ও মৃত ব্যক্তিদের ঈসালে সওয়াবের জন্য এবং নিজের কবর ও আখেরাত কল্যাণময় করতে হজ্ব ও উমরায় গমনকারীদের উপহারস্বরূপ উপস্থাপন করুন। হাজী এবং উমরা পালনকারী উক্ত গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করলে খুবই ভালো ভাবে হজ্ব এবং উমরা পালন করতে পারবে ফলে اِنْ شَآءَ الله আমরাও সেটার বরকত লাভ করব। কে জানে সেই নেক আমলের উসিলায় আমাদেরও মদিনায় মুনাওয়ারায় এবং মক্কায়ে মুকাররমায় উপস্থিতি হতে পারে।

নেক আমল ৭১ এর প্রতি উৎসাহঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য উপরোল্লিখিত কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী। তদ্রূপ দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধি ও ফরয জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের দ্বীনি কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করা

উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিক্বত আমীরে আহলে-সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে ৭২ টি নেক আমলের মধ্যে অধ্যয়নের একটি নেক আমলও দিয়েছেন। সুতরাং নেক আমল নম্বর ৭১ এ রয়েছে, আপনি কি আজীবনের নিসাবের অধ্যয়ন করেছেন? (মিনহাজুল-আবেদিন, জাআল-হক্ব, বাহারে শরিয়ত ৯ম অধ্যায় থেকে মুরতাদের বর্ণনা , ১৬ তম অধ্যায় থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা এবং পিতামাতার অধিকারের বর্ণনা, (যদি বিবাহিত হয়) তবে ৭ম খন্ড থেকে মুহরিমের বর্ণনা এবং স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ৮ম অধ্যায় থেকে সন্তান লালন-পালনের বর্ণনা , তালাকের বর্ণনা, হুরমতে মুসাহারাত , যিহারের বর্ণনা এবং তালাকে কিনায়ার বর্ণনা। আলা হযরতের কিতাব "তামহীদুল-ঈমান, হুস্সামুল-হারামাইন, সেই সাথে মাকতাবাতুল-মদীনার কিতাব "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব) এবং এছাড়াও অন্যান্য কিতাব ও পুস্তিকা রয়েছে , সেগুলো ৭২টি নেক আমলে দেখতে পারেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত এই নেক আমলের উপর আমল করে এই গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করা, এতে প্রচুর দ্বীনি জ্ঞান লাভ হবে। আপনিও নিয়্যত করুন যে, ৭২টি নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করবেন এবং এই গ্রন্থগুলিও অধ্যয়ন করবেন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক।

মদীনার সফরের সৌভাগ্য লাভ হলো:

শেখুপুরা (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) থেকে একজন ইসলামী ভাইয়ের লেখার সারমর্ম হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার উমরাহ শরীফ পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সেখানে আমার কুসুর (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর একজন ক্বারী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন আমি দাওয়াতে ইসলামের

আশেকানের রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং সেখানে অনেক কান্নাকাটি করে মদীনা শরীফে হাজির হওয়ার জন্য দোয়া করেছি। দোয়া কবুল হওয়ার আলামত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে যথারীতি শিশুদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতে কারো বাড়িতে পৌঁছলে বাড়ির মালিক আমার প্রতি খুবই সদয় রুপে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন ক্বারী সাহেব! মাশাআল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের পবিত্র কোরআন শেখান, আপনার কোন ইচ্ছা থাকলে আমাকে জানান। প্রাথমিক পর্যায়ে আমি তালবাহানা করলাম কিন্তু তার বার বার জোর করায় আমি বলে ফেললাম দীদারে মদীনার বাসনা আছে, অতঃপর তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় খরচপাতি পেশ করলেন , আর এভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ মাদানী কাফেলায় দোয়া করার বরকতে আমার মতো একজন গুনাহগার ও দরিদ্র মানুষ মদীনায় যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলো।

মাঙ্গো আকর দোআ পাওগে মুদ্দাআ
দর করম কে খুলে কাফেলে মে চলো
গর মদীনে কা গম চাহিয়ে চশমে নম
লেনে ইয়ে নেয়মাতে কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মাসিক ফয়জানে-মদীনা এপ্লিকেশন পরিচিতি:

হে আশেকানে রাসূল ! দাওয়াতে-ইসলামীর আইটি বিভাগের পক্ষ থেকে মাসিক ফয়জানে-মদীনা এপ্লিকেশনটি পরিচিতি করানো হয়েছে। এই এপ্লিকেশনে নিম্নে উল্লেখিত অফশন রয়েছে , পূর্ববর্তী সমস্ত মাসিক ফয়জানে-মদীনার, সমস্ত মাসিকের আর্টিকেল টেক্স আকারে রয়েছে

যেগুলো কপি করে শেয়ার করা যাবে। সার্চ অপশন (সার্চ অপশন) যাতে সব মাসিকে সার্চ করে যেকোনো জিনিস বের করা যায়। সব বিষয় টপিক অনুযায়ী সাজানো হয়েছে , নিজের স্মার্টফোনে এই এপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করুন ! নিজেও উপকৃত হন এবং অন্যকে উৎসাহিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদিসে পাক সংক্রান্ত মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন পবিত্র হাদিস সংক্রান্ত কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুটি **ফরমানে-মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ করুন: (১) তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত চল্লিশটি (৪০)টি হাদিস মুখস্থ করে আমার উম্মতের কাছে পৌঁছে দেবে, **আল্লাহ** তাকে (কিয়ামতের দিন) ফক্বিহ অবস্থায় উঠাবেন এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব। (মিশকাতুল-মাসাবিহ, কিতাবুল-ইলম: ১/২৮ হাদিস: ২৫৮) (২) তিনি ইরশাদ করেন: **আল্লাহ** তাকে সতেজ রাখুক যে, আমার হাদিস শুনে মুখস্থ রাখে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। (তিরমিযি ২৯৮/২ হাদিস: ২৬৬৫) ✵ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, কাজ, অবস্থা ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয়। (নুজহাতু কারী ৮৭/১) ✵ এই জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কিফায়া। যদি সমগ্র উম্মতের মধ্যে এই জ্ঞানের আলিম না পাওয়া যায় তাহলে সমগ্র উম্মত গুনাহগার হবে। (নিসাব উসুল হাদিস পৃষ্টা ২৮) ✵ পবিত্র কোরআনের মতো, রাসূলের হাদিস ও শরীয়তের বিধিবিধানের মূল উৎস। (মুন্তাখাব হাদিস, পৃষ্টা ৭) ✵ হাদিসের নির্দেশনা ছাড়া ঐশী বিধানাবলী বিস্তারিত জানা এবং কোরআনের আয়াতের অর্থ বোঝা অসম্ভব (মুন্তাখাব হাদিস, পৃষ্টা: ৭)

ঘোষণা:

পবিত্র হাদিস সম্পর্কিত মাদানী ফুলের বাকি অংশ প্রশিক্ষণের হালকায় বয়ান করা হবে, তাই সেগুলি জানতে অবশ্যই প্রশিক্ষণের হালকায় উপস্থিত থাকতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কৃউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِىْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কৃউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد